রোনাল্ডোকে বিক্রি করে দেবে জুভেন্টাস?

শুধু মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে না, করোনাভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে ইউরোপের ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙে যেতে বসেছে, যার প্রভাব পড়েছে ফুটবলেও। খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের বেতন কমাতে শুরু করেছে ক্লাবগুলো।

ইতালির সবচেয়ে বড় ক্লাব জুভেন্টাসের পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন। ক্লাবকে টিকিয়ে রাখতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও তার সতীর্থরা এরই মধ্যে চার মাসের বেতন ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে সাময়িক স্বস্তি মিললেও করোনা-সংকটের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে রোনাল্ডোকে হয়তো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবে জুভেন্টাস। এমন শঙ্কার কথা জানিয়েছে ইতালির গণমাধ্যম।

জুভেন্টাসে রোনাল্ডোর বার্ষিক বেতন ৩১ মিলিয়ন ইউরো (২৭ মিলিয়ন পাউন্ড)। বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্তুগিজ মহাতারকাকে এত বেতন দেয়া কঠিন হবে জুভেন্টাসের জন্য। আপাতত চার মাসের বেতন ছেড়ে দিলেও স্থায়ীভাবে বেতন কমাতে রাজি নন রোনাল্ডো। চুক্তির দুই বছর বাকি থাকতেই তাই তাকে বিক্রি করে দেয়ার কথা ভাবছে সেরি-এ চ্যাম্পিয়নরা।

এদিকে করোনার ধাক্কায় ফুটবলারদের বাজার মূল্যেও ধস নেমেছে। ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডে কেনা রোনাল্ডোকে এখন ৬০ থেকে ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডেই ছেড়ে দিতে পারে জুভেন্টাস। সম্ভাব্য ক্রেতার তালিকায় নাম আছে রোনাল্ডোর সাবেক দুই ক্লাব ম্যানইউ ও রিয়াল মাদ্রিদের। প্রশ্ন হল, ৩৫ বছর বয়সী রোনাল্ডোকে সপ্তাহে পাঁচ লাখ পাউন্ড বেতন দিতে রাজি হবে কোন ক্লাব?

সুত্র-যুগান্তর

দেশের সব স্টেডিয়াম করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হবে: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের সব স্টেডিয়াম বিশেষ করে ইনডোর স্টেডিয়ামসমূহ প্রয়োজনে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

তিনি বলেন, দেশের সব স্টেডিয়াম বিশেষ করে ইনডোর স্টেডিয়ামসমূহ স্বাস্থ্য অধিদফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদামাফিক করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।আমরা ইতিমধ্যে ঢাকা মহানগরীরসহ দেশের প্রধান প্রধান স্টেডিয়ামসমূহে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছি।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার করোনা মোকাবেলায় ইতিমধ্যে সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানী ও সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মহামারী রূপ ধারণ করে নাই। তবে আমাদের আত্মতুষ্টিতে বসে থাকলে চলবে না। আমরা যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

তিনি জানান, ঢাকা মহানগরীরতে অবস্থিত স্টেডিয়াম ও সকল জেলা স্টেডিয়ামসহ মোট ৮০টি এবং ১২৫টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম রয়েছে।

দেশবাসীকে ঘরে থাকার আহবান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য দ্রব্য মজুদ আছে। আতংকিত হবার কিছু নেই। জনসমাগম

এড়িয়ে চলুন। ঘরে অবস্থান করুন।’

প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বিদেশ ফেরতরা ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনের নিয়ম মেনে চলুন। ইনশাআল্লাহ বৈশ্বিক এই সমস্যা আমরা সমাধান করতে সক্ষম হবো। আল্লাহর কাছে দেশবাসীর জন্য দোয়া করুন।’

করোনা মোকাবেলায় সকল পরিস্থিতিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে প্রতিমন্ত্রী তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের কারণে বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সকল প্রকার খেলাধুলা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০০টি ইভেন্টের আয়োজন করা হলেও সেগুলো সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

পাঁচ পেশার মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন মাশরাফি

চীনের উহান শহর থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ছোবল পড়েছে বাংলাদেশেও।

ইতিমধ্যে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে মারা গেছে পাঁচজন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। তাই দেশের এমন কঠিন সময়ে মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন কিছু পেশার মানুষ।

তাদের আত্মত্যাগ ও অবদানের কথা মাথায় রেখেছেন বাংলাদেশ জাতীয়

ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আর তাই তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত এ পেসার। পোস্টে লেখা রয়েছে, ‘ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী এবং সংবাদকর্মীদের আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বড়সড় ধন্যবাদ।’

একইসঙ্গে অন্যান্য যারা করোনার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন তাদের সমর্থন ও উৎসাহ যোগাতেও ভুল করছেন না মাশরাফি।

সুত্র - কালের কণ্ঠ

---

২৬ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডের

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবায় লণ্ডভণ্ড বিশ্বের ক্রীড়াসূচি। গোটা বিশ্বেই এখন কোনো খেলাধুলা নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ভলিবল, বাস্কেটলসহ সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত রয়েছে। কোথাও গড়াচ্ছে না কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা ম্যাচ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মাত্র ২৬ রানে অলআউট হয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন রানের বাজে রেকর্ড গড়ল নিউজিল্যান্ড? আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

১৯৫৫ সালের এই দিনে লজ্জার রেকর্ডটি গড়েন কিউইরা। ৬৫ বছর পরও যা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওই দিন অকল্যান্ডে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অলআউট হন স্বাগতিকরা। জবাবে নিজেদের ফার্স্ট ইনিংসে ২৪৬ রান করেন ইংলিশরা। সেসময়কার নিয়মানুযায়ী, ২৫ ও

২৬ মার্চ প্রথম ২ দিনের খেলার পর ২৭ মার্চ বিশ্রাম করেন দু’দলের খেলোয়াড়রা।

তবে ২৮ মার্চ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই বিপাকে পড়ে নিউজিল্যান্ড। সফরকারীদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এতে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে সর্বনিম্ন রানে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ন্যাক্কারজনক রেকর্ড গড়ে দলটি।

দলের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ অঙ্কের ঘর স্পর্ করেন ওপেনার ব্রেট সাটক্লিফ (১১)। বাকিরা মোবাইল নাম্বারের সংখ্যা তুলেন।

ঐতিহাসিক ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করেন বব অ্যাপ্লিয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি শিকার করেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডকে এ বাজে রেকর্ড থেকে বাঁচাতে গেল বছর এগিয়ে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। লর্ডস টেস্টে ক্রিকেটের সেই আঁতুড়ঘরের দলটির কাছেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

মাস্ক-সাবান বিতরণ করছেন আফ্রিদি, প্রশংসায় হরভজন

ভারতের সাবেক অফস্পিনার হরভজন সিং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টদের কাছেও ব্যাপক জনপ্রিয়। তার প্রায় প্রতিটি পোস্টই ভাইরাল হয়ে যায়। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

ভারত ছাড়াও বিশ্বের বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস। প্রতিবেশী পাকিস্তানেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। দেশটির সাবেক অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদিকে দেখা গেছে জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করতে। তার এমন মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন হরভজন।

সাবেক পাক তারকা ক্রিকেটারের মাস্ক-সাবান বিতরণের ছবি শেয়ার করে ভাজ্জি লেখেন– মানবতার জন্য মহান কাজে আফ্রিদি। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার প্রতি কৃপা করুন। আপনি আরও শক্তি পান। বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি।

হরভজনের টুইটটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ৫ হাজারেরও বেশি লাইক পড়েছে। ২০০-এরও বেশি রিটুইট হয়েছে।

এদিকে আফ্রিদি একটি কোলাজ ছবি টুইট করে ক্যাপশনে লেখেন– অভাবীদের সেবার জন্য তিন দিন: দয়া করে ঘরে থাকুন। জীবাণু থেকে বাঁচার জন্য লোকদের সাবান, মাস্ক ও খাবার দিলাম। চলুন একসঙ্গে মিলে এটিকে ধ্বংস, নির্ল করি।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি।

স্টেডিয়াম যখন হাসপাতাল

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সহায়তা দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশগুলো। নির্ধারিত হাসপাতালের বাইরে প্রয়োজন পড়ছে অস্থায়ী হাসপাতালের। এমন পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী নজির স্থাপন করেছে ব্রাজিলের শীর্ষস্থানীয় ফুটবল ক্লাবগুলো। অস্থায়ী হাসপাতাল বানাতে নিজেদের স্টেডিয়ামগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে তারা। করোনার কারণে ব্রাজিলে খেলা বন্ধ রয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত। তাই দেশটির অর্ধেকেরও বেশি ক্লাব এই মহৎ উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমেঙ্গো তাদের বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এখন এই স্টেডিয়ামের নিয়ন্ত্রণ নেবে রিও ডি জেনিরোর স্বাস্থ্য অফিস। ফ্লেমেঙ্গোর মতো স্টেডিয়াম ছেড়ে দিচ্ছে করিন্থিয়ান্সও। তাদের ইতাকুয়েরো স্টেডিয়ামটিও এই কাজের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাদের অনুশীলনের মূল সদর দফতরটিও এই কাজে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সাও পাওলো ও রিও ডি জেনিরো অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এরই মধ্যে

ব্রাজিলে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১২৮ জন। মারা গেছেন ১৮ জন। তাই জরুরি অবস্থায় হাসপাতালের ওপর চাপ কমাতেই এমন উদ্যোগ।

সূত্র-যুগান্তর

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ইমরুল কায়েসের বাবা

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০) সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন চিকিৎসক। তার একটি পা ভেঙে গেছে ও কানে আঘাত পেয়েছেন বলে জানায় চিকিৎসকরা।

সোমবার (২৩ মার্চ) বেলা ১০ টার দিকে মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, বানি আমিন বিশ্বাস (৬০) মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মেহেরপুর আসার পথে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের পাশে একটি আলমসাধুর সাথে ধাক্কায় আহত হন।

এতে বানি আমিন বিশ্বাস গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় তার একটি পা ভেঙে যাওয়া সহ কানে আঘাত পেয়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর থেকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেপ্র/ইএম

করোনায় আক্রান্ত মালদিনি-দিবালা

করোনায় সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা এখন ইতালির। করোনার ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছেন না সেরি-এ লিগের ফুটবলাররাও বড় ক্লাবগুলোর মধ্যে জুভেন্টাসের পর এবার করোনার রোষানলে পড়ল এসি মিলান। ইতালির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ও এসি মিলানের বর্তমান টেকনিক্যাল পরিচালক পাওলো মালদিনি এবং তার ছেলে দানিয়েল মালদিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছে এসি মিলান। দানিয়েল ক্লাবের যুব দলের ফরোয়ার্ড। গত মাসে মালদিনি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে মিলানের জার্সিতে সেরি-এ লিগে অভিষেক হয়েছে তার। দানিয়েলের দাদা সিজার মালদিনিও খেলেছেন মিলানের জার্সিতে। তবে মালদিনি পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত সদস্য ৫১ বছর বয়সী পাওলো মালিদিনি। পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ডিফেন্ডার ক্যারিয়ারের পুরো সময় কাটিয়েছেন মিলানে।

বাবা-ছেলে দু’জনই গত দুই সপ্তাহ স্বেচ্ছা আইসোলেশনে ছিলেন। তাদের মাধ্যমে তাই সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি নেই। পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত তারা কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। একইদিনে জুভেন্টাসের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালা। তার বান্ধাবী ওরিয়ানা সাবাতিনিও করোনায় আক্রান্ত। তবে পরীক্ষার বেশ আগেই সংক্রমণের আভাস পেয়ে বান্ধাবীকে নিয়ে তুরিনে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন দিবালা। দু’জনই এখন সেরে ওঠার পথে।

এদিকে চাইনিজ সুপার লিগের প্রথম ফুটবলার হিসেবে কাল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সাবেক ম্যানইউ তারকা মারুয়ান ফেলাইনি। চীন থেকে করোনা প্রথম ছড়ালেও দেশটির ঘরোয়া লিগের কোনো ফুটবলার এতদিন তাতে আক্রান্ত হননি। করোনাকে প্রায় হটিয়ে চীনে যখন সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, তখনই এলো ফেলাইনির আক্রান্ত হওয়ার খবর। গত মৌসুমে ম্যানইউ ছেড়ে চীনের শানডং লুনেং

ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী বেলজিয়ান মিডফিল্ডার।

গত ২০ মার্চ করোনা পরীক্ষার দিনে চীনের জিনান প্রদেশে ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন ফেলাইনি। সেই ট্রেনের সব যাত্রীই এখন ঝুঁকিতে। ফেলাইনি আক্রান্ত হয়েছেন চীনে। আর লা লিগার ক্লাব এস্পানলে খেলা চীনের সবচেয়ে বড় তারকা উ লেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন স্পেনে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাস করুণা করছে না কাউকেই। মেক্সিকান ফুটবল লিগের সভাপতি এনরিক বোনিল্লাও কাল করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন।

সুত্র-যুগান্তর

করোনার কারণে পেলেকে নিয়ে উদ্বেগ

নিতম্বে অস্ত্রোপচারের পর থেকেই একরকম গৃহবন্দি পেলে। এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে মহামারী রূপ নিয়েছে করোনাভাইরাস। তাই হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ব্রাজিলীয় ফুটবল কিংবদন্তি। এমনিতেই তিনি নানা রোগে আক্রান্ত, তার ওপর বয়স হয়েছে ৮০ বছর। করোনায় আক্রান্ত হলে সেটি মারাত্মক আকারই ধারণ করবে। তাই তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে ভক্তদের।

সর্বকালের সেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে। মাঠের দিনগুলোতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যেমন লড়াই করতেন, এখন সেভাবেই লড়াই করছেন রোগের সঙ্গে। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনায় আরেক দফা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন ভক্তরা। ব্রাজিলের এক সংবাদমাধ্যমের খবর, এই মুহূর্তে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন পেলে, শিগগিরই তার সব সফরসূচি বাতিল করা হবে।

পেলে যে এই মুহূর্তে ভালো আছেন, সেই খবরটা ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি নিজেই দিয়েছেন। নিতম্বের অস্ত্রোপচারের পর তার ছেলে এদিনহো জানিয়েছিলেন, তার বাবা ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগছেন। যদিও দিনকয়েক পর এই কিংবদন্তি নিশ্চিত করেছিলেন, তার কোনো সমস্যা

নেই। সেই একই কথা তিনি আবারও শুনিয়েছেন সিএনএনকে, ‘বিষণ্নতায় ভোগার কথা বলা হচ্ছিল, জানি না কেন তারা এসব বলছিল। গত দুই বছর অনেকবার হাসপাতালে গিয়েছি এবং অস্ত্রোপচার করা হয়েছে আমার, পরবর্তীতে আমি আবার নিজের পায়ে হেঁটেছি।’

মানুষের উৎকণ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী বলেছেন, ‘যারা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করা শুরু করল, আমি তাদের এই চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি নিজের পায়েই তো হাঁটছি, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি শুধু বাইক চালাতে পারছি না।’

সুত্র-যুগান্তর

রোনালদিনহোকে কারামুক্ত করতে ৩৩ কোটি টাকা খরচ মেসির!

১৪ মার্চ ২০২০, ১২:২৫ | অনলাইন সংস্করণ

রোনালদিনহো
ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনহো এখন জেলে। তিনি বার্সালোনারও লিজেন্ড। সেখানে বেশ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে প্যারাগুয়েতে যাতায়াতের জন্য সম্প্রতি রোনালদিনহোকে গ্রেফতার করে দেশটির পুলিশ। পরে তাকে জেলহাজত দেয় তারা।

কয়েকদিন আগে প্যারাগুয়েতে রোনালদিনহোকে আমন্ত্রণ জানান দেশটির এক ক্যাসিও মালিক। সেই নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গেল বুধবার সেখানে যান ৩৯ বছর বয়সী ফুটবলার। পরে শিশুদের একটি ফুটবল ক্লিনিকে অংশ নেয়ার কথা ছিল তার। পাশাপাশি একটি বই প্রকাশ করার কথাও ছিল।

কিন্তু এরই মাঝে আদালতে অভিযুক্ত হন রোনালদিনহো। তাকে গৃহবন্দি করতেও অস্বীকার করেন আদালত। কারণ বাসা থেকে যেকোনো সময় পালাতে পারেন তিনি। তাই তাকে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে তুলে দেন তারা।

বেশ দুঃখ, কষ্টে কারাবাস করছেন রোনালদিনহো। এতে মন কাঁদছে বার্সা সুপারস্টার লিওনেল মেসির।বর্ণিল ক্যারিয়ারের শুরুতে স্প্যানিশ জায়ান্টদের হয়ে তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলতেন তিনি।

রোনালদিনহোর সঙ্গে মাঠের বাইরেও দারুণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল মেসির। দুজনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে পুরনো সতীর্থ ও বন্ধুকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন ছোট ম্যাজিসিয়ান। এজন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

কারাবন্দি রোনালদিনহোকে ছাড়াতে চারজন আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এতে ৪ মিলিয়ন ইউরো খরচ হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। এর পুরোটাই দিচ্ছেন মেসি।

তথ্যসূত্র: নিউজ১৮/